তারিখ 16 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

কাজী ফারুক আহমেদ

সংকটের মধ্যে ইউনেস্কোর ৬৮ বছরে পদার্পণ

আজ ১৬ নভেম্বর জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্র স্বাক্ষরের দিন। ১৯৪৫ সালের এ দিনে লন্ডনে স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের বছর ৪ নভেম্বর ২০টি দেশের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারিতা শুরু হয়। ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের শুরু এ ঘোষণা দিয়ে : 'যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধ-ভাবনার সূত্রপাত; তাই সেখানেই শান্তির সপক্ষে অবস্থান নির্মাণ করতে হবে।' প্রতিষ্ঠালগ্নে ইউনেস্কোর ঘোষিত লক্ষ্য 'শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাতিসমূহের মধ্যে অবদান রাখা এবং সেজন্য পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন, ন্যায়বিচারের প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘ সনদে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশ নিশ্চিত করা।' বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের কাছে ইউনেস্কো অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৬৬ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর সভায় শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও করণীয় সম্পর্কিত ১৪৫ সুপারিশমালা সংবলিত সনদ গৃহীত হয়। আবার ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ২৬তম অধিবেশনে ১৯৬৬ সালে প্যারিসে গৃহীত শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশমালা স্মরণে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কোর পঞ্চম সাধারণ অধিবেশনে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় : 'শিক্ষকের মর্যাদা নির্ভর করে শিক্ষার অবস্থানের ওপর'। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের স্মারক মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী এবং বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকারী ইউনেস্কো অব্যাহতভাবে তার কর্মযজ্ঞের দিগন্ত সম্প্রসারিত করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন ও ইউনেস্কো : বিশ্বের ৩২২টি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনের সঙ্গে ইউনেস্কোর সম্পর্ক রয়েছে। এর বেশির ভাগই ইউনেস্কোর ভাষায় 'অপারেশনাল' বা সদা কার্যকর। কয়েকটি 'ফরমাল' বা আনুষ্ঠানিক। ২২টি এনজিওর প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে অফিস রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল (ইআই), ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিস, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মিউজিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব স্পোর্ট সায়েন্স এন্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব আর্কাইভ, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনস অ্যান্ড ইন্সটিটিউশনস, ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপারস, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ইউনেস্কো ক্লাবস, সেন্টারস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনস ইত্যাদি।

বাটের দশকে ছত্রাবস্থায় ইউনেস্কোর কার্যক্রম খুব একটা নজরে না এলেও বাহাত্তরের আগস্টে কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেয়ার পর জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, এ বিশ্ব সংগঠনটি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। তবে ইউনেস্কো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি ১৯৯৭ সালে এ বিশ্ব সংস্থার ২৯তম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে প্যারিসে এর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার পর। ১৯৯৯ ও সর্বশেষ ২০১১ সালে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষা নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করি।

সংকট নিরসনে ইউনেস্কোর উদ্যোগ : ৬৮ বছরে পদার্পণ করেও বর্তমানে বিতর্ক ও সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে ইউনেস্কোকে। তার মধ্যেও শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী শিক্ষক সংকট নিরসন ও শিক্ষকদের পেশাগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকভাবে নিবেদিত বিশ্ব সংস্থাটি অবিরত কাজ করে চলেছে। ফিলিস্তিনের সদস্যপদ নিয়ে গত বছর ৩১ অক্টোবর থেকে যে বিতর্কের শুরু, তার রেশ এখনও কাটেনি। তবে বুলগেরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরিনা বোকোভার নেতৃত্বগুণে সমস্যার ভ্রট নিরসনে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে বলে মনে হয়। ইরিনা সংকট নিরসনে বিশেষ করে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় সাময়িক পদক্ষেপ যেমন নিয়েছেন, একইভাবে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন। সৌদি আরব ও কাতারের কাছ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলার করে এবং তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও আলজেরিয়ার কাছ থেকে কিছুটা কম পরিমাণ অনুদান নিয়ে ৬৯ মিলিয়ন ডলার সংগৃহীত হয়েছে। তৃণিতকৃত মার্কিন অর্থ ছাড়সহ সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ইরিনা ইতিমধ্যে ওবামা প্রশাসন ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদবিষয়ক ডেপুটি সেক্রেটারি টমাস নাইডস ওবামা প্রশাসনের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মার্কিন সরকার অর্থ ছাড়ে আগ্রহী। ২০১৩ অর্থবছরে ইউনেস্কোর জন্য ৭৯ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত রয়েছে তাদের। কংগ্রেসকে তারা তা স্পষ্ট করেছেন। ১৯৯০ ও ১৯৯৪ সালের মার্কিন আইন এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না মর্মে সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত বা 'ওয়েভার' পাওয়া গেলে তা সম্ভব হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ফিলিস্তিনের সদস্যপদ প্রশ্নে বক্তৃতা মার্কিন অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে বরফ গলার সম্ভাবনা আছে।

ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ : ইউনেস্কো ঢাকা অফিস বাংলাদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মুদ্রণ, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরিতে ইউনেস্কো সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সনদ হিসেবে পরিচিত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের দুই সুপারিশমালার মধ্যে প্রথমটি ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস থেকে বাংলায় অনুবাদ ২০০৮ সালে প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের সুপারিশটিও বাংলায় ছেপে বের করা হয়েছে এ বছর। সম্প্রতি ইউনেস্কো ঢাকা অফিস মার্ক ব্রে'র 'ছায়া শিক্ষাব্যবস্থার মোকাবেলায়' বইটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেছে। সখীর রঞ্জননাথ অনূদিত বইটিতে উল্লেখ করা হয়, গৃহশিক্ষকতা সাধারণভাবে ন্যায়নীতিহীনভাবে সামাজিক অসমতা সৃষ্টি করছে। এতে যে পরিমাণ মানব ও অর্থসম্পদ ব্যবহৃত হয় তা অন্যান্য খাতে আরও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যেত। সমালোচকরা আরও যোগ করেন যে, মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ওলট-পালট করে দিয়ে এবং শ্রেণীকক্ষের বৈচিত্র্য ধ্বংস করে গৃহশিক্ষকতা মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রম বিনষ্ট করে দিতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, গৃহশিক্ষা সপ্রশ্নিষ্ট সবকিছুই নেতিবাচক। গৃহশিক্ষাব্যবস্থার কতগুলো মূল্যবান সামাজিক উপাদান রয়েছে। এটি শিশু ও যুবকদের জন্য সমবয়সী বন্ধুবান্ধবসহ অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করার গঠনমূলক সুযোগ সৃষ্টি করছে। শিক্ষকদের আয় বাড়াতে সহায়তা করছে। শিক্ষার্থীদের পাঠ বুঝতে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে এটি মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের সহায়তা করছে। গৃহশিক্ষকতা না থাকলে এই শিক্ষার্থীরা কোন কোন পাঠ হয়তো আদৌ বুঝত না। তা সত্ত্বেও এ শিক্ষার বড় ধরনের নেতিবাচক দিক রয়েছে। এটা সাধারণভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাকে রক্ষা করে অথবা অসমতর হতে উস্কে দেয়। এটা শিশুদের স্বাভাবিক জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করে তাদের অবসর সময়কে সঙ্কুচিত করে দেয়, যা মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনভাবেই ভাল নয়। কোন কোন গৃহশিক্ষকতার আয়োজনকে দুর্নীতির একটা রূপ হিসেবেও দেখার সুযোগ রয়েছে, যা সামাজিক আস্থা নষ্ট করে দিতে পারে।

ইউনেস্কোর ৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিকভাবে আশা করি, বিশ্ব সংস্থাটি অচিরেই সংকট কাটিয়ে উঠবে। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। শিক্ষার ওপর ভর করে বৈষয়িক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশে আহ্বান বাংলাদেশের প্রত্যেক বাসুষের কাছে আজকের দিনে তা একটি বড় চাওয়া।

লেখক কাজী ফারুক আহমেদ : *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য*
principalqfahmed@yahoo.com